বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সনঃ ২০১৫ - ২০১৬

রেলপথ মন্ত্রণালয়

ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়সমূহের ২০১০–২০১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত।

খ) রেলপথ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত।

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৫-২০১৬

প্রথম খন্ড

রেলপথ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১০–২০১২, ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫।

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
০১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মুখবন্ধ	-
০২.	Abbreviation & Glossary	-
০৩.	প্রথম অধ্যায়	০১–০৫
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	০২
	অডিট বিষয়ক তথ্য	০৪
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	০৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	০৫
	অডিটের সুপারিশ	০৫
	উপযোজন হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য (প্রযোজ্য নয়)	–
০৪.	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	০৬–৩০
০৫.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩০

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮(১) অনুযায়ী বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবসমূহ এবং সকল আদালত, সরকারি কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। রেলপথ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (ক) ২০১০–২০১২ (খ) ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের আর্থিক কার্যক্রমের ওপর রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১২ (বার)টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্তি সাপেক্ষে তাঁদের লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখ ঃ ২৯-০২-১৪২৬ বঙ্গাব্দ
১২-০৬-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

Abbreviations & Glossary

AEN	:	Assistant Engineer.
BOQ	:	Bill of Quantities.
BR	:	Bangladesh Railway.
CCM	:	Chief Commercial Manager.
CCS	:	Chief Controller of Stores.
CEO	:	Chief Estate Officer.
COS	:	Controller of Stores.
CRB	:	Central Railway Building.
DCO	:	Divisional Commercial Officer.
DCOS	:	District Controller of Stores.
DEN	:	Divisional Engineer.
DIC	:	Director Inventory Control.
ERC	:	Elastic Rail Clip.
FOB	:	Free on Board.
IT	:	Income Tax.
LC	:	Letter of Credit.
MDM	:	Manuscript Memorandum of Differences.
PG	:	Performance Guarantee.
R-Note	:	Receipt Note.
SSAE	:	Senior Sub-Assistant Engineer.
TEC	:	Tender Evaluation Committee.
TSO	:	Track Supply Officer.
VAT	:	Value Added Tax.

কেলোকা : কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা।

<u>প্রথম অধ্যায়</u>

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
"বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়সমূহ"			
১.	ঠিকাদারের নিকট হতে আয়কর বাবদ টাকা কম কর্তন প্রসঙ্গে।	১,৪৬,৩৮,৭৭০.০০	০৭
বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে হিসাব সম্পর্কিত।			
২.	বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ টাকা কম কর্তন/কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।	৩,৭২,৯১,৮৬৪.০০	০৮-১১
৩.	বাংলদেশ রেলওয়ে/পশ্চিমাঞ্চলের স্টেশন কর্মচারী কর্তৃক স্টেশন আয়ের আত্মসাৎকৃত টাকা জমা না দেওয়ায় ক্ষতি।	৫৬,৪৩,৩৪৪.০০	১২-১৩
৪.	পার্বতীপুর-বিরল বর্ডার সেকশন, ভোমরাদাহ-পঞ্চগড় সেকশন এবং সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পে সরবরাহকৃত লোকোমোটিভে কর্মরত রানিং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ টাকা বেসরকারি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাদায়।	১৮,৭৭,৩৬৫.০০	১৪-১৫
৫.	ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন ডিজেল যন্ত্রাংশ ক্রটিপূর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় রেলওয়ের ক্ষতি।	৫,৩৪,৭৩,৩৪৮.০০	১৬-১৭
৬.	লাইসেন্স ফি এর উপর ৩০% রেয়াতি, জরিমানা, ভ্যাট ও উৎসে কর কম দাবী করায় সরকারের ক্ষতি।	৪,৮০,৭৯,৭৮৫.০০	১৮-১৯
৭.	ভ্যাট ও আয়কর বাবদ আদায়যোগ্য।	২,৪২,১৯,১০১.০০	২০-২২
৮.	ভেন্ডিং ফি ও লাইসেন্স ফি আদায় না করা এবং ভবনের কম ভাড়া আদায় করায় রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি।	১,৩০,৭৭,১৪২.০০	২৩
৯.	বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সাইডিং চার্জ বাবদ অনাদায়।	১,৪৩,০৮,৫১২.০০	২৪
১০.	প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ এর নিকট হতে রেলভূমির লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য কর আদায় না করায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ক্ষতি।	১,৩২,৫৬,০৮৮.০০	২৫-২৬

অনুচ্ছেদ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
১১.	বেসরকারি ০২টি প্রতিষ্ঠান তমা কনষ্ট্রাকশন লিঃ, ঢাকা এবং ম্যাক্স অটোমোবাইল লিঃ এর নিকট হতে ওয়াগন হায়ার চার্জ বাবদ আদায়যোগ্য।	৫৭,৩৯,৯০০.০০	২৭-২৮
১২.	ক্যাটারিং সার্ভিস এবং ভেন্ডিং লাইসেন্স ফি'র উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৫৬,৪৮,৯৮৯.০০	২৯-৩০
	মোট =	২৩,৭২,৫৪,২০৮.০০	

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ

নিরীক্ষা অর্থ বছর	ঃ	২০১০–২০১৫।
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	বাংলাদেশ রেলওয়ে।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	নিয়মানুগ।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	জুলাই/১০ হতে জুন/১২ পর্যন্ত এবং জুলাই/১৪ হতে জুন/১৫, জুলাই/১৫ হতে জুন/১৬
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ	টেস্ট অডিট এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরেজমিন পরিদর্শন।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ	মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- দরপত্রের শর্ত লঙ্ঘন ও বিধিবিধান প্রতিপালনে অক্ষমতা ও অনিয়ম।
- অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।
- রেলওয়ের বিভিন্ন কোড, বিধি-বিধান হালনাগাদ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- রেলওয়ে কোডিফাইড বিধিবিধান পরিপালনে শৈথিল্য।
- ঘাটতি ও অনাদায় সম্পর্কিত অনিয়ম উদঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন বিধি-বিধান, আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালনে সচেতন ও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। রেলওয়ে জেনারেল কোডে বর্ণিত Canons of financial propriety নীতিমালার প্রতি রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- এ রিপোর্টে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতিসহ অডিট কর্তৃক উত্থাপিত সকল অডিট আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষতির জন্য যথাযথভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতি নিয়মানুগের ব্যবস্থা করে অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্য আদায় করা প্রয়োজন।
- একই জাতীয় অনিয়ম বার বার যাতে সংঘটিত না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

"বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ক্রয়সমূহ"

অনুচ্ছেদ নং-০১।

শিরোনামঃ

ঠিকাদারের নিকট হতে আয়কর বাবদ ১,৪৬,৩৮,৭৭০.০০ (এক কোটি ছেচল্লিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার সাতশত সত্তর) টাকা কম কর্তন প্রসঙ্গে।

বিবরণ ঃ

অর্থ উপদেষ্টা ও প্রধান হিসাব অধিকর্তা/প্রকল্প অফিসে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ সালের বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-বিরল স্টেশন (৩৭৯ কি: মি: হতে ৪১৯ কি: মি:) এবং বিরল স্টেশন-বিরল বর্ডার সেকশনকে (৪১৯ কি: মি: হতে ৪২৮ কি: মি: পর্যন্ত) মিটারগেজ হতে ব্রডগেজ রূপান্তর প্রকল্পের WD-1 প্যাকেজের আওতাধীন ক্রয়-সংক্রান্ত কার্যাবলী ও এর হিসাব নিরীক্ষা করা হয়।

বিল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, জুন/২০১১ হতে জুলাই/২০১৫ খ্রি: পর্যন্ত ১৫ (পনের) টি বিলের মাধ্যমে ঠিকাদারকে মোট ২৬৫,৭৫,৮৬,৯৬০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর সংক্রান্ত আদেশ (পরিপত্র নং) নং- NBR/Aa:Aa;/Bi/Tax-7/ income tax Budget/2010 (part 1); তারিখ: ০১/০৮/২০১০ খ্রি: (২০১০-১১ অর্থবছরের জন্য) এবং NBR এর পরিপত্র নং- NBR/Aa:Aa;/Bi/ Tax-7/02/2011; তারিখ: ১৭/০৭/২০১১ খ্রি: (২০১১-১২ অর্থবছরের জন্য) অনুসারে ৫% হারে আয়কর বাবদ কর্তনযোগ্য ছিল ১৩,২৮,৭৯,৩৪৮/- টাকা এবং কর্তন করা হয়েছে ১১,৮২,৪০,৫৭৮/- টাকা। ফলে আয়কর বাবদ কম কর্তন করা হয়েছে (১৩,২৮,৭৯,৩৪৮ - ১১,৮২,৪০,৫৭৮) = ১,৪৬,৩৮,৭৭০/- টাকা যা আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণ ঃ

অর্থ পরিশোধের পূর্বে আয়কর কর্তনের বিষয়টি সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ না করার কারণে এটি ঘটেছে।

ফলাফলঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আয়কর আদেশ অমান্য করার কারণে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জবাবঃ

এই ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ/রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আয়কর আদেশ না মানার কারণে আয়কর বাবদ ১,৪৬,৩৮,৭৭০/- টাকা ক্ষতি। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১৫/০১/২০১৪ খ্রি: তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯/০২/২০১৪ খ্রি: তারিখে একখানা তাগিদপত্র এবং ১৩/০৪/২০১৪ খ্রি: তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

১. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। এই জন্য আয়কর কর্তন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করার জন্য অতিরিক্ত ক্রস চেকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

২. ঠিকাদারের নিকট থেকে উক্ত পরিমাণ টাকা আদায় করতে হবে এবং প্রমাণক নিরীক্ষা অফিসকে অবহিত করতে হবে।

৩. আয়কর বাবদ অর্থ কর্তন না করার কারণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক খতিয়ে দেখে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

“বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত।”

অনুচ্ছেদ নং-০২।

শিরোনাম ঃ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ৩,৭২,৯১,৮৬৪.০০ (তিন কোটি বাহাত্তর লক্ষ একানব্বই হাজার আটশত চৌষট্টি) টাকা কম কর্তন/কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন অফিস যথাঃ ডিএফএ/প্রকল্প/ঢাকা, সিই/পশ্চিম/রাজশাহী ও তাঁর অধীন কার্যালয়, ডিএফএ/পাকশী ও লালমনিরহাট এবং ডিইও/লালমনিরহাট কার্যালয়ের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ সর্বমোট ৩,৭২,৯১,৮৬৪/- টাকা কম কর্তন/কর্তন না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

(ক) রাজশাহী-রহনপুর বর্ডার এবং আমনুরা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পের ০১/০৭/২০০৭ হতে ৩০/০৬/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের হিসাব কমপ্লায়েন্স অডিট এর আওতায় (২৪/০৮/২০১৪ হতে ২৫/০৯/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের) স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে, ডিএফএ/ প্রকল্প/ঢাকা অফিসের রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, পূর্বে কর্তনকৃত ভ্যাট ও আয়কর প্রকল্পের ৮ম, ৯ম সিসি এবং চূড়ান্ত বিলের মাধ্যমে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স অটোমোবাইলকে অনিয়মিতভাবে আয়কর ও ভ্যাটসহ (৯৬,৭২,৭৬১ + ৩৫,৪০,০০০) = ১,৩২,১২,৭৬১/- টাকা ফেরত প্রদান করা হয়েছে। জুন/২০১০ হতে সরবরাহ, স্থাপন ও পূর্ত কাজের ঠিকাদারী বিলের উপর ৫.৫% ভ্যাট এবং জুলাই/২০১০ হতে যে ক্ষেত্রে পরিশোধের পরিমাণ ০৩(তিন) কোটি টাকার বেশি সেক্ষেত্রে ৫% আয়কর কর্তন হবে (ভ্যাট প্রজ্ঞাপন ১০ জুন, ২০১০ এবং বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত সংখ্যা জুন ৩, ২০১০)। চুক্তিতে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর পরিপন্থিভাবে ৬৫.২ শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। অপর দিকে চুক্তির শর্তাবলী ৬৫.২ এ ভ্যাট পরিবর্তনের কোন শর্ত নেই। কাজেই ঠিকাদারকে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ১,৩২,১২,৭৬১/- টাকা ফেরত প্রদান করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (MLR) (পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ শীর্ষক প্রকল্পের ০১/০৭/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের স্থানীয়ভাবে হিসাব নিরীক্ষার আওতায় ২৭/০৯/২০১৪ হতে ০৯/১১/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- মেসার্স রহিম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়াকর্স লিঃ ৩,৯৫,০০০টি BG Antivental ERC তৈরী ও সরবরাহ করে ০২/০৩/২০১১ খ্রিঃ তারিখে ৫ম ও চূড়ান্ত বিলের মাধ্যমে ৪,৭২,০২,৫০০/- টাকার বিল গ্রহণ করলেও এবং উৎপাদনকারী মূসক-১১ নিবন্ধিত হলেও অগ্রিম ভ্যাট জমার চালান বিলের সাথে জমা দেয়নি এবং বিল হতেও কোন ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। কিন্তু জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৭/০৭/২০১০ খ্রিঃ তারিখের নথি নং-৬(৬) মূসক নীঃ ও বাঃ ২০১০/২৫৭ এর ৪ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে উৎপাদন পর্যায়ে ১৫% ভ্যাট জমার চালান থাকা সাপেক্ষে সরবরাহ পর্যায়ে ৩% হারে উৎসে মূসক কর্তনযোগ্য। উৎপাদন পর্যায়ে ১৫% এবং সরবরাহ পর্যায়ে ৩% হারে সর্বমোট (৬১,৫৬,৬৬৭/৫০ + ১২,৩১,৩৩৩/৫০) = ৭৩,৮৮,০০১/- টাকা আদায়যোগ্য [পরিশিষ্ট-২(১)]।

- দ্বিতীয়তঃ একই প্রকল্পের হিসাব নিরীক্ষাকালে ডিএফএ/প্রকল্প/ঢাকা কার্যালয়ের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় অর্ধপুরাতন স্টীল স্লীপারে বিভিন্ন মেরামত কাজের জন্য ঠিকাদারকে ৮ম সিসি বিল পর্যন্ত ৫,৬৪,৭৬,২৫৫/- টাকা পরিশোধ করা হয় বিধায় এস ০৩১.০০ শিরোনাম কোডের আওতায় সম্পূর্ণ মেরামত কাজ হিসেবে উহার উপর ১৫% ভ্যাট কর্তনযোগ্য। রেলওয়ে হিসাব বিভাগ কর্তৃক ৪.৫০% ও ৫.৫০% হিসেবে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ৫৪,৩৬,৭২৮/২৫ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-২(২)]।

(গ) প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম/বাংলাদেশ রেলওয়ে/রাজশাহী ও তাঁর অধীন কার্যালয়সমূহের ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের হিসাব আগস্ট/২০১৪- ডিসেম্বর/২০১৪ খ্রিঃ মাসে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে সেতু প্রকৌশলী/পশ্চিম, পাকশী কার্যালয়ের রেকর্ডপত্রাদি হতে দেখা যায় যে, H-Beam steel sleeper প্রস্তুত ও সরবরাহের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আইন নং-৬(৩)যোগান/মূসক/বাস্তঃ/সেবা ও আবঃ/৯৭/১২০৪; তারিখঃ ২৮/০৯/২০০২ খ্রিঃ অনুযায়ী উৎপাদনকারী/প্রস্তুতকারী এবং সরবরাহকারী একই প্রতিষ্ঠান হলে সেক্ষেত্রে বিলের সাথে মূসক-১১ চালান জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে মূসক-১১ চালানপত্র প্রদান না করা সত্ত্বেও ১৫% এর স্থলে ৫.৫০% হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের ৫৯,৯৫,১০৩/২৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-২(৩)]।

(ঘ) ডিএফএ/পাকশী এবং লালমনিরহাট কার্যালয়ের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রেলওয়ে ক্লিনিং কাজের বিল হতে প্রযোজ্য হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং- ২৫/মূসক/২০১৩; তারিখঃ ০৬/০৬/২০১৩ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং-২(১)এর ক্রমিক নং-৩১ (সেবার কোড এস-০৬৫.০০) অনুযায়ী ক্লিনিং কাজের বিল হতে ১৫% ভ্যাট কর্তনযোগ্য। কিন্তু রেলওয়ে হিসাব বিভাগ ডি,এফ,এ/পাকশী ও ডি,এফ,এ/লালমনিরহাট কর্তৃক কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় সরকারের যথাক্রমে (১৯,৪০,৪২৪.০০ + ১২,৪০,৬৩৬.৬০) = ৩১,৮১,০৬০.৬০ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-২(৪)]।

(ঙ) বিভাগীয় ভূসম্পত্তি কর্মকর্তা/বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট কার্যালয়ের ২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরের হিসাব ০৪/০৬/২০১৪ হতে ২৩/০৬/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, রেলওয়ে ভূমির আদায়কৃত লাইসেন্স ফি এর ওপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে না। ফলে ১৪,৬৪,২৬৪/- টাকা সরকারি রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১; তারিখঃ ১২/১০/২০১১ এর ক্রমিক নং ৬ মোতাবেক যথাসময়ে ভ্যাট আদায় না করার জন্য মাসিক ২% হারে জরিমানা বাবদ ৬,১৩,৯৪৬/২৮ টাকা আদায়যোগ্য। ফলে ভ্যাট ও জরিমানা বাবদ সর্বমোট (১৪,৬৪,২৬৪/- + ৬,১৩,৯৪৬/২৮) = ২০,৭৮,২১০/২৮ টাকা আদায়যোগ্য [পরিশিষ্ট-২(৫)]।

ফলে বর্ণিত দপ্তরসমূহ কর্তৃক সর্বমোট ৩,৭২,৯১,৮৬৪/৩৮ টাকা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-২(৬)]।

অনিয়মের কারণঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশ অনুসারে আয়কর ও ভ্যাট কর্তন না করা।

অনিয়মের ফলাফলঃ

সরকারি রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) রহনপুর রেলপথ পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক, রাজশাহী জবাব প্রদান করেন যে,

- সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ধারা ৬৫.১ এবং ৬৫.২ অনুযায়ী আয়কর ও ভ্যাট পুনর্ভরণ করা হয়েছে। রেলওয়েতে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক ভ্যাট কর্তন করা হয় না। রেলওয়ের হিসাব বিভাগ কর্তৃক ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।
- চুক্তিপত্রের শর্তাবলী অনুযায়ী কাজ শুরু করার সুবিধার্থে এক প্রকার ধার হিসেবে মবিলাইজেশন অগ্রিম (Mobilisation Advance) দেয়া হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কার্য সম্পাদনের পর বিল পরিশোধের সময় বিল হতে অগ্রিম (Advance) এর অর্থ আদায় ও সমন্বয় করা হয়। বিলের দাবী পরিশোধের সময় Advance এর অর্থসহ সমুদয় অর্থের উপর আয়কর ও ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।

(খ) মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জবাব প্রদান করেন যে, আপত্তিতে উল্লিখিত কাজটি Supply & Replacement কথাটির উল্লেখ আছে। যেহেতু উল্লিখিত কাজটি Supply & Replacement অর্থাৎ পূর্ত কাজ সেহেতু সে অনুযায়ী ৫.৫০% হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।

(গ) সেতু প্রকৌশলী জবাব প্রদান করেন যে, রেলওয়েতে নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক ভ্যাট কর্তন করা হয় না। রেলওয়ের হিসাব বিভাগ কর্তৃক ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে।

(ঘ) রেলওয়ে হিসাব বিভাগ জবাব প্রদান করেন যে, বকেয়া/অনাদায়ি মূসক আদায়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ।

(ঙ) ভূসম্পত্তি বিভাগ জবাব প্রদান করেন যে, মূসক সম্পর্কে সাধারণ আদেশ পত্রের অনুলিপি বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রদান না করায় আদেশ বাস্তবায়নের তারিখ থেকে ১৫% ভ্যাট আদায় করা হয়নি। রেলওয়ে কর্তৃক নির্দেশিত হবার পর থেকে ভ্যাট আদায় করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক/গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ,

- চুক্তির শর্তাবলী ৬৫.১ ও ৬৫.২ আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর পরিপন্থি। কারণ আয়কর অধ্যাদেশ মতে কোন ঠিকাদার/সরবরাহকারীকে একই অর্থ বৎসরে পরিশোধিত মোট অর্থের উপর আয়কর কর্তনের সিলিং/হার নির্ধারিত হয়। চুক্তি স্বাক্ষরের ২৮ দিন পূর্বের হার প্রযোজ্য নয়। অপর দিকে ভ্যাট পুনর্ভরণের কোন শর্ত চুক্তিতে নেই। কাজেই আয়কর ও ভ্যাট বাবদ উক্ত অর্থ ফেরত প্রাপ্য নয়।
- মূসক আইনে অর্থ পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষেরও ভ্যাট/আয়কর কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে।
- কাজের নামে Supply & Replacement কথাটি উল্লেখ থাকলেও BOQ (Bill of Quantities) এর ১ নং-আইটেম Manufacturing & Supplying অর্থাৎ প্রস্তুতপূর্বক সরবরাহের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সে অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক প্রস্তুত ও সরবরাহ করায় ঠিকাদারকে উক্ত আইটেমের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তাই ১ নং আইটেমের বিপরীতে মূসক-১১ চালান না থাকায় পূর্ত কাজ হিসেবে ৫.৫০% হারে ভ্যাট কর্তনের সুযোগ নেই।
- মূসক আইনে অর্থ পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষকে ভ্যাট কর্তনের নির্দেশনা রয়েছে।
- অনাদায়ী মূসক আদায় না হওয়ায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।

- সার্কুলারটি ১২/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখে সংশোধনী জারি হলেও লাইসেন্স ফি এর ভ্যাট নির্ধারণ করা হয়েছে পূর্ব হতে। সুতরাং, আদেশ না পাওয়ার কারণে ভ্যাট কর্তন না করার সুযোগ নেই বিধায় আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

  এই আপত্তিটি ০৬টি আপত্তির সমন্বয়ে তৈরী করা হয়েছে। ফলে ০৬টি আপত্তির বিষয়ে যথাক্রমে ০১/১২/১৪, ০৮/০৩/১৫, ১১/০৬/১৫, ০৮/০৩/১৫, ০৩/১২/১৪, ২০/০৯/১৫ ও ০৩/০৯/১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১২/০৫/১৫, ২৮/০৭/১৫, ১২/০৫/১৫, ১৫/০২/১৫, ০৯/১১/১৫ ও ১১/১১/১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং ০৯/০৪/১৫, ১০/০৬/১৫, ১০/০৯/১৫, ১৫/০৬/১৫, ০২/১২/১৫ ও ০৯/১২/১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কম টাকা কর্তনের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৩।

শিরোনাম ঃ

বাংলদেশ রেলওয়ে/পশ্চিমাঞ্চলের স্টেশন কর্মচারী কর্তৃক স্টেশন আয়ের আত্মসাৎকৃত ৫৬,৪৩,৩৪৪.০০ (ছাপ্পান্ন লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার তিনশত চুয়াল্লিশ) টাকা জমা না দেওয়ায় ক্ষতি।

বিবরণঃ

প্রধান বাণিজ্যিক কর্মকর্তা এবং প্রধান পরিবহন কর্মকর্তা/(অধীন ডিসিও, ডিটিও এবং ডিটিএসসহ)/ পশ্চিম/ বাংলাদেশ রেলওয়ে/রাজশাহী কার্যালয়ের ২০১৩-১৪ সালের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা কালে বিভিন্ন স্টেশনের আয়ের অর্থ আত্মসাৎ/তছরূপ সংক্রান্ত নথি/রেজিস্টারসহ আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উল্লাপাড়া, চাটমোহর, জয়পুরহাট, নাটোর, টাঙ্গাইল, ফুলবাড়ী, সিরাজগঞ্জ বাজার রেলওয়ে স্টেশনের ৫৫,৬২,২৩৮/- টাকা এবং পীরগাছা রেলওয়ে স্টেশনের ৮১,১০৬/- টাকা রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার এবং বুকিং সহকারী কর্তৃক অবিক্রিত কম্পিউটার টিকেট হারানো/ঘাটতি, অগ্রিম সাল উল্লেখপূর্বক কম্পিউটারে টিকেট বিক্রয়, বিক্রিত টিকেট রিফান্ড ও বাতিল দেখিয়ে (মূলকপি, অফিসকপি সংরক্ষণ না করা) সেলস্ রিপোর্টে টাকার অংক পৃথক পৃথকভাবে প্রদর্শন করে এবং স্টেশন আয়ের অর্থ কম জমা ইত্যাদির মাধ্যমে স্টেশন আয়ের সর্বমোট (৫৫,৬২,২৩৮ + ৮১,১০৬) = ৫৬,৪৩,৩৪৪/- টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-৩(১) সংযুক্ত]। বাণিজ্যিক কোড বিধি-২১৪৪ মোতাবেক যে দিনের আয় ঠিক তার পরের দিনই ব্যাংকে জমা প্রদানের নিয়ম রয়েছে। বিধি-২১৫০ মোতাবেক জিএম এর পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে স্টেশন আয়ের অংশ বিশেষ হাতে আটক রাখার নিয়ম নেই। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা পরিপালন করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

রেলওয়ের আয় সরকারি খাতে জমা না করে আত্মসাৎ করা।

ফলাফলঃ

টাকা আত্মসাৎ করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

<u>সিসিএম/পশ্চিম/রাজশাহীর জবাব নিম্নরূপঃ</u>

- বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট নথি হতে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র লেখা হয়েছে। যা হিসাব বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে। পরবর্তীতে পূর্ণাঙ্গ জবাব প্রেরণ করা হবে।

<u>ডিসিও/পাকশীর/ জবাব নিম্নরূপ ঃ</u>

- বিষয়টি তদন্তের পরে আত্মসাৎকৃত অর্থ দায়ী কর্মচারীদের নিয়মিত মাসিক বেতন হতে কর্তন চলছে। অতএব, আপত্তিটি নিস্পত্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

ডিটিএস/লালমনিরহাটের জবাব নিম্নরূপ ঃ

- জনাব নজরুল ইসলাম, এসএমগ্রেড-৩/পীরগাছা কর্তৃক ৮১,১০৬/- টাকা আত্মসাৎ এর বিষয়টি টিআইএ/ লালঃ ও জেটিআই/সি লালঃ কর্তৃক তদন্ত হয়, যা অডিট কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে। পরবর্তীতে উক্ত দায়ী কর্মচারী মানি রশিদ নং-৫৩৮৫০৩ = ২৪,৭৯০/- টাকা; তারিখঃ ৩১/০৫/২০১৪ খ্রিঃ এবং মানি রশিদ নং ৫৩৮৫০১ = ৭,২০০/- টাকা; তারিখঃ ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জমা প্রদান করেছেন। অবশিষ্ট টাকা = ৪৯,১৬১/- বিডিআর ও সিআর নোটের মাধ্যমে জমা প্রদান করেন (কপি সংযুক্ত)। এমতাবস্থায়, বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

সিসিএম/পশ্চিম/রাজশাহীর প্রদত্ত মন্তব্যে আপত্তিটি স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্যদিকে, ডিসিও/পাকশী এবং ডিটিএস/ লালমনিরহাট টাকা কর্তনের কথা উল্লেখ করলেও তাঁর প্রমাণক নিরীক্ষাকালে পাওয়া যায়নি। সুতরাং, প্রদত্ত মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ০২/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র ও ২০/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে স্টেশন আয়ের আত্মসাৎকৃত ৫৬,৪৩,৩৪৪/- টাকা আদায় এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণকরতঃ বিস্তারিত বিবরণ নিরীক্ষাকে প্রেরণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৪।

শিরোনাম ঃ

পার্বতীপুর-বিরল বর্ডার সেকশন, ভোমরাদাহ-পঞ্চগড় সেকশন এবং সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পে সরবরাহকৃত লোকোমোটিভে কর্মরত রানিং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ ১৮,৭৭,৩৬৫.০০ (আঠারো লক্ষ সাতাত্তর হাজার তিনশত পঁয়ষট্টি) টাকা বেসরকারি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাদায়।

বিবরণ ঃ

প্রধান যন্ত্র প্রকৌশলী/পশ্চিম/বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী এর অধীন বিভাগীয় যন্ত্র প্রকৌশলী/লোকো, বাংলাদেশ রেলওয়ে, লালমনিরহাট এবং বিভাগীয় যন্ত্র প্রকৌশলী/লোকো/পাকশী দপ্তরের ২০১৩-২০১৪ সালের হিসাব ফেব্রুয়ারি/২০১৫-জুন/২০১৫ খ্রিঃ মাসে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভাগীয় যন্ত্র প্রকৌশলী/লোকো/ লালমনিরহাট দপ্তরের নথি নং-এফএন্ডবি-২/প্রকল্প/ডেবিড/৬(১) ও (২) এ রক্ষিত পার্বতীপুর-বিরল বর্ডার সেকশন ও ভোমরাদাহ-পঞ্চগড় সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্প কাজের জন্য সরবরাহকৃত লোকোমোটিভে কর্মরত রানিং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী/লোকো/পাকশী দপ্তরের পত্র নং-ওপি/টিজি/রেলপথ প্রকল্প/রোলিং স্টক/২০১১; তারিখঃ ১৮/০৮/২০১১ খ্রিঃ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

পার্বতীপুর-বিরল বর্ডার সেকশন এবং ভোমরাদাহ-পঞ্চগড় সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পে সরবরাহকৃত লোকোমোটিভে কর্মরত রানিং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ এপ্রিল/২০১২ হতে মে/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের জন্য পরিশোধিত ১২,৮৩,৫৪৯/- টাকা বেসরকারি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান তমা কনস্ট্রাকশন কোম্পানী লিঃ এবং CMRIE-TCCL-JV, Eastern mansion (13th Floor), 67/9 Pioneer Road, Kakrail, Dhaka, Bangladesh এর নিকট হতে এবং সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পে সরবরাহকৃত লোকোমোটিভে কর্মরত রানিং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ জানুয়ারি/২০১৪-ডিসেম্বর/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ের জন্য পরিশোধিত ৫,৯৩,৮১৬/- টাকা বেসরকারি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান MAPL-TCCL-JV, Dhaka, এর নিকট হতে অর্থাৎ মোট (১২,৮৩,৫৪৯ + ৫,৯৩,৮১৬) = ১৮,৭৭,৩৬৫/- টাকা আদায় করা হয়নি [পরিশিষ্টঃ- ৪(১) ও (২) সংযুক্ত]।

চীফ অপারেটিং সুপারিনটেনডেন্ট পশ্চিম/বাংলাদেশ রেলওয়ে/রাজশাহীর পত্র নং- ওপি/টিজি/রেলপথ প্রকল্প/ রোলিং স্টক/২০১১; তারিখঃ ০৮/০৮/২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক উক্ত টাকা জি-১ রশিদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানে জমা করার কথা। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জমা করা হয়নি। ফলে সরকারি টাকা অনাদায় রয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

বেতন ভাতাদি বাবদ বেসরকারি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনাদায়ি টাকা আদায় না করা।

ফলাফলঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বিভাগীয় যন্ত্র প্রকৌশলী/সিএন্ড ডব্লিউ/পাকশী দপ্তরের জবাব হচ্ছে, উল্লিখিত শিরোনামে অত্র দপ্তর হতে প্রকল্প পরিচালক, সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশনে পুনর্বাসন কাজে নিয়োজিত এলএম/এ এল এম গণের মাসিক বেতন ভাতা বাবদ ৫,৯৩,৮১৬/- টাকা পরিশোধের জন্য অত্র দপ্তরের পত্র নং- ওএলপি/প্রকল্প/সৈয়দপুর-চিলাহাটি/১১; তারিখঃ ১০/১১/২০১৪ খ্রিঃ মোতাবেক দ্রুত বেতন বিল পরিশোধের জন্য প্রকল্প পরিচালককে পত্র প্রদান করা হয়েছে। আগামী জুন/২০১৫ খ্রিঃ মাস নাগাদ সমন্বয়/পরিশোধ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং এই মর্মে ডিইএন-২/পাকশী একখানা পত্র অত্র দপ্তরে প্রেরণ করেছেন ।

বিভাগীয় যন্ত্র প্রকৌশলী/সিএন্ডডব্লিউ/লালমনিরহাট দপ্তরের উপর্যুক্ত আপত্তির প্রেক্ষিতে ১২,৮৩,৫৪৯/- টাকা অনাদায়ের জবাব নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ভোমরাদাহ-পঞ্চগড় সেকশন এবং পার্বতীপুর-বিরল বর্ডার সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্পের কাজে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহকৃত লোকোমোটিভে কর্মরত রানিং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতার বিল প্রস্তুত অন্তে ডিইএন, লালমনিরহাট বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত বিল পরিশোধান্তে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব সন্তোষজনক নয়। ২০১২ সাল অর্থাৎ ০৩ বছর পূর্ব হতে বেসরকারি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে রানিং কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদ পাওনা আদায় না করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়। এ বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১৪/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র ও ২৯/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

আপত্তিকৃত টাকা অনাদায়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণকরতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পাওনা টাকা দ্রুত আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৫।

শিরোনাম ঃ

ঠিকাদার কর্তৃক সরবরাহকৃত বিভিন্ন ডিজেল যন্ত্রাংশ ত্রুটিপূর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় রেলওয়ের ৫,৩৪,৭৩,৩৪৮.০০ (পাঁচ কোটি চৌত্রিশ লক্ষ তিয়াত্তর হাজার তিনশত আটচল্লিশ) টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, বিআর, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম অফিস ও তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ডিআইসি, বিআর, সিআরবি, চট্টগ্রাম ও ডিসিওএস, কেলোকা, পার্বতীপুর অফিসের ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের হিসাব ২৭/০৪/২০১৫ খ্রিঃ হতে ০৭/০৫/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন স্টক ডিপো কর্তৃক গ্রহণকৃত/সরবরাহকৃত পণ্য/ডিজেল যন্ত্রাংশ ত্রুটিপূর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ায় MDM (Manuscript Memorandum of Differences) এর তালিকা পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের সাথে সংশ্লিষ্ট ত্রুটিপূর্ণ, ভাঙা ও ব্যবহার অনুপযোগী ডিজেল যন্ত্রাংশ ও মালামালসমূহের সংযুক্ত তালিকা অনুযায়ী দেশ/বিদেশের বিভিন্ন ডিজেল ইঞ্জিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সরবরাহকৃত/আমদানীকৃত পণ্য/ডিজেল যন্ত্রাংশ সরবরাহ নেয়ার পর (৪,৩০,৮৯,৩৫৮.৯০ + ১,০৩,৮৩,৯৮৯.৫৪) = ৫,৩৪,৭৩,৩৪৮.৪৪ টাকা মূল্যমানের ত্রুটিপূর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী মালামাল ঠিকাদার/সরবরাহকারীর নিকট ফেরত প্রদান করা হয়েছে [পরিশিষ্ট- ৫(১-২)]।

উক্ত পণ্য/ডিজেল যন্ত্রাংশ ব্যবহার অনুপযোগী ও ত্রুটিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ পুনঃসরবরাহ বা পুনঃস্থাপন করা হয়নি। ফলে রেলওয়ের বিপুল অঙ্কের টাকা ক্ষতি হয়েছে। যা সরকারি আর্থিক ক্ষতি হিসেবে বিবেচ্য। এক্ষেত্রে ডিজেল যন্ত্রাংশ ও মালামাল পুনঃসরবরাহ ও প্রতিস্থাপন না করার জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠান/সরবরাহকারীর নিকট হতে মূল্য আদায় করা হয়নি।

অপরদিকে, চুক্তি সম্পাদনের সাধারণ শর্তাবলী GCC 33.6 অনুযায়ী বিদেশী মালামালের ক্ষেত্রে ০৬ মাস এবং দেশী মালামালের ক্ষেত্রে ০১ মাসের মধ্যে ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়া মালামাল পুনঃস্থাপন করার নিয়ম থাকলেও এই ক্ষেত্রে তা লঙ্ঘিত হওয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণঃ

GCC এর অনুঃ-33.6 এর শর্ত লঙ্ঘিত হয়েছে।

ফলাফলঃ

মালামাল পুনঃস্থাপন না করায় রেলওয়ের ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে,

- পরিচালক, ইনভেন্ট্রি কন্ট্রোল এর জবাব ঃ প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, পাহাড়তলী দপ্তর কর্তৃক মালামাল ক্রয়ের পর বৈদেশিক মালামাল DCOS/Shipping/PHT ও স্থানীয় মালামাল DCOS/Insp/ PHT কর্তৃক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সংশ্লিষ্ট ডিপোতে প্রেরণ করা হয়। ডিপো কর্তৃক মালামাল প্রাপ্তির পর কম বা ত্রুটিপূর্ণ মালামাল

স্টোর কোড প্যারা ১২২৬ মোতাবেক MDM এর মাধ্যমে প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। MDM, DCOS/Insp/PHT, DCOS/ Shipping/PHT ও প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক, পাহাড়তলী কর্তৃক নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যা নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। ভোক্তা বিভাগে ইস্যু করার পর কিছু মালামাল ভোক্তা কর্তৃক আপত্তির ফলে MDM করা হয়ে থাকে। MDM ডিপো কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। অত্র দপ্তরকে শুধুমাত্র অনুলিপির মাধ্যমে অবহিত করা হয়। অত্র দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে তাগিদ দেওয়া হয়ে থাকে। MDM এর বিষয়ে অত্র দপ্তরের সংশ্লিষ্টতা নেই।

- জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক/কেলোকা এর জবাব ঃ সিসিএস/পাহাড়তলী দপ্তরের চুক্তিপত্রের বিপরীতে ক্রয়/সরবরাহ প্রাপ্ত মালামাল মজুদে নেওয়ার পূর্বে ভোক্তা বিভাগের নিকট হতে ব্যবহারযোগ্যতা যাচাই প্রতিবেদনের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। তদানুযায়ী ব্যবহার অনুপযোগী মালামাল সঠিক প্রতিস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রেরক ডিপোতে (ডিসিওএস/শিপিং এবং পরিদর্শন/পাহাড়তলী) এমডিএম এর মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হয়। কিছু কিছু মালামাল সঠিক প্রতিস্থাপিত বা ঠিকাদারের নিকট হতে মূল্য কর্তনের মাধ্যমে এমডিএম প্রত্যাহার করা হয়। অবশিষ্ট এমডিএম নিষ্পত্তির জন্য প্রেরক ডিপোতে তাগাদাপত্র দেওয়া হয়। এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। সরবরাহকারীগণের সাথে অত্র ডিপোর কোন সংশ্লিষ্টতা থাকেনা। কাজেই MDM নিষ্পত্তির বিষয়টি অত্র ডিপোর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ২৮/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৯/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র এবং ১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিধি মোতাবেক অবিলম্বে যন্ত্রাংশ/মালামালগুলো পুনঃস্থাপন করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-০৬।

শিরোনাম ঃ

লাইসেন্স ফি এর উপর ৩০% রেয়াতি, জরিমানা, ভ্যাট ও উৎসে কর কম দাবী করায় সরকারের ৪,৮০,৭৯,৭৮৫/- (চার কোটি আশি লক্ষ উনআশি হাজার সাতশত পচাঁশি) টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব/বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব ০৪/১১/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে রেলভূমির লাইসেন্স ফি পরিশোধ সংক্রান্ত ডিমান্ড নোটিশ নং-সিইও/৩৩৫-ডব্লিউ/ষোলশহর/অংশ-১/৭৪১; তারিখঃ ২২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বকেয়া দাবীর বিষয়টি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কালুরঘাট সরকারি কাঠের ডিপোর জন্য ব্যবহৃত রেলভূমির ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বকেয়া পাওনা এবং ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের লাইসেন্স ফি পরিশোধ সংক্রান্ত দাবীনামায় লাইসেন্স ফি বকেয়া বাবদ ১০,৩৮,৬৪,৩৯২/- টাকা, ভ্যাট বাবদ ৮০,১৩,২৯৯/- টাকা এবং উৎসে কর বাবদ ২৬,৭১,১০০/- টাকা বকেয়া দাবী করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, রেলপথ বিভাগ, ভূ-সম্পত্তি শাখার ১৬/১০/১৯৯০ খ্রিঃ তারিখের একটি আদেশ বলে কালুরঘাট সরকারি কাঠের ডিপোকে ৩০% রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সর্বশেষ নীতিমালা নং-যোম/রেপ্র/নীতিমালা-৪৭/২০০৪-২০০; তারিখঃ ১৫/০৩/২০০৬ খ্রিঃ অনুযায়ী লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স ফি আদায় সুসংহত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত পূর্বেকার সকল আদেশ নির্দেশ বা বিধি নিষেধ বাতিল করা হয়েছে (০১/০৭/২০০২ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর)। এই প্রেক্ষাপটে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৬/১০/১৯৯০ খ্রিঃ তারিখে জারীকৃত এ সংক্রান্ত রেবি/ভূস/২৯৪/৮৯-২৬৮ সংখ্যক পত্রটি ০১/০৭/২০০২ খ্রিঃ হতে বাতিল হিসেবে বিবেচিত। ফলে প্রদেয় ৩০% রেয়াতি সুবিধা বাবদ ৩,৬৬,৩২,২১৭.০০ টাকা এবং যথাসময়ে লাইসেন্স ফি পরিশোধ না করায় ২০% জরিমানা বাবদ ৭৩,২৬,৪৪৩.৪০ টাকাসহ মোট (৩,৬৬,৩২,২১৭.০০ + ৭৩,২৬,৪৪৩.৪০) = ৪,৩৯,৫৮,৬৬০.৪০ টাকা লাইসেন্স গ্রহীতার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

এ ছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং- ১০৫-আইন/২০০৯/৫১৩-মূসক; তারিখঃ ১১/০৬/২০০৯ খ্রিঃ মোতাবেক প্রকৃত লাইসেন্স ফি এর উপর ১৫% ভ্যাট বাবদ ৩০,৯০,৮৪৩.২৭ টাকা এবং ৫% উৎসে কর বাবদ ১০,৩০,২৮১.১২ টাকাও লাইসেন্স গ্রহীতার নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অর্থাৎ ০১/০৭/২০০২ হতে ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত জরিমানা সহ লাইসেন্স ফি বাবদ ৪,৩৯,৫৮,৬৬০.৪০ টাকা, ভ্যাট বাবদ ৩০,৯০,৮৪৩.২৭ টাকা এবং উৎসে কর বাবদ ১০,৩০,২৮১.১২ টাকা অর্থাৎ সর্বমোট (৪,৩৯,৫৮,৬৬০.৪০ + ৩০,৯০,৮৪৩.২৭ + ১০,৩০,২৮১.১২) = ৪,৮০,৭৯,৭৮৪.৭৯ টাকা লাইসেন্স গ্রহীতার নিকট সরকারের পাওনা আছে যা দ্রুত আদায় হওয়া বাঞ্ছনীয় [পরিশিষ্ট- ৬(১)]।

অনিয়মের কারণ ঃ

সর্বশেষ জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা নং-যোম/রেপ্র/নীতিমালা-৪৭/২০০৪-২০০; তারিখঃ ১৫/০৩/২০০৬ খ্রিঃ এর ব্যত্যয়।

ফলাফলঃ

লাইসেন্স ফি এর উপর ৩০% রেয়াতি, জরিমানা, ভ্যাট ও উৎসে কর কম আদায় করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, মহাপরিচালকের দপ্তরের ১৬/১০/১৯৯০ খ্রিঃ তারিখের রেবি/ভূস/২৯৪/৮৯-২৬৮ সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে বড় প্লটের জন্য ৩০% রেয়াতি প্রদানের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে কালুরঘাট সরকারি কাঠের ডিপোর জন্য ব্যবহৃত রেলভূমির লাইসেন্স ফি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে দাবী করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রতি বৎসরে আংশিক/(থোক) লাইসেন্স ফি পরিশোধ করছে। সুতরাং, আপত্তি অনুযায়ী কম লাইসেন্স ফি দাবী করা হয়নি বিধায় আপত্তিটি বাদ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর ০১ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি ব্যবস্থাপনা, লাইসেন্স প্রদান ও লাইসেন্স ফি আদায় সুসংহত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত পূর্বেকার সকল আদেশ, নির্দেশ বা বিধি-নিষেধ বাতিল করা হয়েছে। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ২৪/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৯/০৫/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র এবং ১৪/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিধি মোতাবেক প্রকৃত পাওনা আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-০৭।

শিরোনাম ঃ

ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ২,৪২,১৯,১০১.০০ (দুই কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ উনিশ হাজার একশত এক) টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণ ঃ

- প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী ও সেতু প্রকৌশলী/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী/বাংলাদেশ রেলওয়ে/লালমনিরহাট কার্যালয়ের ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের হিসাব ০১/০৯/২০১৫ হতে ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে উক্ত দপ্তরে রক্ষিত ঠিকাদারের তালিকাভুক্তি ফি/বাৎসরিক নবায়ন ফি আদায় সংক্রান্ত নথি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রাজশাহী কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের পুরকৌশল বিভাগের ঠিকাদার তালিকাভুক্তি ফি/বাৎসরিক নবায়ন ফি এর উপর মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮(ঙ) অনুসারে সরকার নির্ধারিত ১৫% হারে মূসক বাবদ ১,২০,৪৫০/- টাকা ও বিভাগীয় প্রকৌশলী/বাংলাদেশ রেলওয়ে/ লালমনিরহাটের ১৬,৪৫৫/- টাকা সহ মোট (১,২০,৪৫০ + ১৬,৪৫৫) = ১,৩৬,৯০৫/- টাকা আদায় করা হয়নি [পরিশিষ্টঃ ৭(১-২)]।

- সেতু প্রকৌশলী/পশ্চিম, বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী কর্তৃক তমা কনস্ট্রাকশন এন্ড কোঃ লিঃ, তমা টাওয়ার, ৭৭/১, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০ এর সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র নং ৫৪.০১.৮১০০.১৫৫.০১.২০১.১২; তারিখঃ ০৬/০২/২০১৪ খ্রিঃ, চুক্তিমূল্য ৪,৪৪,৯৪,৪০০/- টাকায় Design, Supply & Erecting of MS I-Section Column, Rafter, Beam, Bracing & Accessories for Modification/Rehabilitation of existing girder to increase verticle clearance of railway bridge no. 23 & 24 in betweeen Ishurdi- Jaydebpur of Bangladesh Railway এর কাজ সম্পাদনের চুক্তিপত্র, বিল ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত কাজের বিল নং-৩৬/সিসি/বিই/১৪-১৫; তারিখঃ ০৯/০৬/২০১৫ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ২,৫২,৫০,০০০/- টাকা পরিশোধিত অর্থের উপর ভ্যাট ৫.৫% এবং আয়কর ৪% হারে কর্তন করা হয়েছে। বিলটি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে, আইটেম নং-১ এ ডিজাইন ফর মডিফিকেশন এর জন্য ৩৫,০০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪; তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী ডিজাইন বাবদ পরিশোধিত অর্থের উপরে ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৫,২৫,০০০/- টাকা এবং এবং আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ধারা-৫২(এ)(৩)(এ) অনুযায়ী ডিজাইন একটি টেকনিক্যাল সার্ভিস হিসেবে গণ্য হওয়ায় ১০% হারে আয়কর বাবদ ৩,৫০,০০০/- টাকা অর্থাৎ ভ্যাট ও আয়কর বাবদ মোট ৮,৭৫,০০০/- টাকা আদায়যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আদায় করা হয়েছে (১,৯২,৫০০ + ১,৪০,০০০) = ৩,৩২,৫০০/- টাকা। ফলে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ মোট ৫,৪২,৫০০/- (৮,৭৫,০০০-৩,৩২,৫০০) টাকা কম কর্তন করা হয়েছে।

- টিএসও/পশ্চিম/রাজশাহী কর্তৃক Max Pre-Stress Ltd. এর সাথে ০৩টি চুক্তি ও Toma Construction Ltd. এর সাথে ০১টি চুক্তি অর্থাৎ মোট ০৪টি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে মালামাল সরবরাহ নেয়া হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার পত্র নং ৬(৩) যোগান/মূসক-বাস্তঃ সেবা ও আব/৯৭/১২০৪; তারিখ ২৮/০৯/২০০২ খ্রিঃ

এর নির্দেশনা মোতাবেক উৎপাদক বা প্রস্তুতকারকের নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ নেয়া হলে মূসক-১১ চালানের মাধ্যমে ১৫% হারে মূসক পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সম্পাদিত ০৪টি চুক্তির মধ্যে ০১টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূসক-১১ চালান জমা দেওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি যার বিপরীতে আদায়যোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ ১,৪৩,১০,০০০/- টাকা এবং অন্য ০৩টি প্রতিষ্ঠানের মূসক বাবদ ৯২,২৯,৬৯৬/- টাকা কম জমা দেয়া হয়েছে। ফলে রাজস্ব আয় হতে সরকার মোট ২,৩৫,৩৯,৬৯৬/- টাকা বঞ্চিত হয়েছে।

এক্ষেত্রে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ সর্বমোট (১,৩৬,৯০৫ + ৫,৪২,৫০০ + ২,৩৫,৩৯,৬৯৬) = ২,৪২,১৯,১০১/- টাকা আদায়যোগ্য [পরিশিষ্ট- ৭(৩)]।

অনিয়মের কারণ ঃ

মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর বিধি ১৮(ঙ), জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪; তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২(এ)(৩) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার পত্র নং- ৬(৩) যোগান/মূসক-বাস্তঃ সেবা ও আব/৯৭/১২০৪; তারিখঃ ২৮/০৯/২০০২ খ্রিঃ এর বিধান লঙ্ঘিত হয়েছে।

ফলাফলঃ

সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে,

- প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম এবং বিভাগীয় প্রকৌশলী/লালমনিরহাট জবাব প্রদান করেন যে, ঠিকাদারের তালিকাভুক্তি এবং নবায়ন ফি নির্ধারণ করা হলেও উক্ত ফি'র উপর ভ্যাট কর্তনের কোন আদেশ প্রদান করা হয়নি। আদেশ পাওয়া গেলে ভ্যাট কর্তন করা হবে।

- সেতু প্রকৌশলী, পশ্চিম/পাকশী জবাবে উল্লেখ করেন যে, ভ্যাট ও আয়কর কর্তনের বিষয়টি হিসাব বিভাগকে অবহিত করা হবে এবং বিধি মোতাবেক ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিল হতে কর্তন করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

- টিএসও/পশ্চিম, রাজশাহী এর জবাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ০৪টি চুক্তির বিপরীতে সরবরাহকৃত মালামালের মূল্যের উপর কর্তনকৃত ভ্যাটের মূসক চালান-১১ ও ভ্যাট কর্তন সংক্রান্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রত্যয়নপত্র এর মূল কপি হিসাব বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০৩/মূসক/২০১৪; তারিখঃ ০৫/০৬/২০১৪ খ্রিঃ অনুযায়ী ডিজাইন বাবদ পরিশোধিত অর্থের উপরে ১৫% হারে ভ্যাট এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা-৫২(এ)(৩)(এ) অনুযায়ী ডিজাইন একটি টেকনিক্যাল সার্ভিস হিসেবে গণ্য হওয়ায় ১০% হারে আয়কর আদায় করা হয়নি। তাছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যয়নের ফটোকপি জমা দেওয়া হয়েছে। যাতে কোন প্রতিস্বাক্ষর নাই। এছাড়াও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে জমাকৃত মূসক-১১ চালানের কোন কপি নাই। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ২৩/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৯/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র এবং ২৭/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ভ্যাট ও আয়করের ২,৪২,১৯,১০১/- টাকা আদায়পূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-০৮।

শিরোনামঃ

ভেন্ডিং ফি ও লাইসেন্স ফি আদায় না করা এবং ভবনের কম ভাড়া আদায় করায় রেলওয়ের ১,৩০,৭৭,১৪২.০০ (এক কোটি ত্রিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত বিয়াল্লিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

সিসিএম/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম ও এর অধীন কার্যালয়সমূহের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ০১/০৯/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে উক্ত দপ্তরসমূহে রক্ষিত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, উক্ত কার্যালয়ের অধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভেন্ডিং ফি ও লাইসেন্স ফি আদায় না করায় এবং ভবনের কম ভাড়া আদায় করায় ১,৩০,৭৭,১৪১.৫০ টাকা বকেয়া রয়েছে [পরিশিষ্ট- ৮(১-৯)]।

অনিয়মের কারণঃ

বকেয়া ভেন্ডিং ফি ও লাইসেন্স ফি আদায় না করা এবং ভবনের কম ভাড়া আদায় করা।

ফলাফলঃ

বাংলাদেশ রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, বকেয়া আদায় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক। বকেয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সরকারি রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ০৭/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৭/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র এবং ৩০/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিকৃত বকেয়া টাকা আদায়পূর্বক অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-০৯।

শিরোনামঃ

বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সাইডিং চার্জ বাবদ প্রাপ্য ১,৪৩,০৮,৫১২.০০ (এক কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আট হাজার পাঁচশত বার) টাকা অনাদায়।

বিবরণঃ

বিভাগীয় প্রকৌশলী-১/বাংলাদেশ রেলওয়ে/পাকশী কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ১৩/০৯/২০১৫ হতে ২৭/০৯/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে উক্ত দপ্তরের স্টোর শাখায় রক্ষিত নথি নং- ৬৩৬/ডাঃ/ ও/১/পাকশী/সাইডিং/পার্ট-২ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট সাইডিং চার্জ বাবদ ১,৪৩,০৮,৫১২.২১ টাকা অনাদায় রয়েছে [পরিশিষ্ট- ৯(১)]।

উল্লেখ্য যে, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত অনাদায়ি টাকার উপর অডিট আপত্তি রয়েছে যা অদ্যাবধি আদায়ের কোন প্রমাণক নথি পত্রে পাওয়া যায়নি।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ, সুদ ও দণ্ড সুদ বাবদ মোট ১,৪৩,০৮,৫১২.২১ টাকা আদায় না হওয়ায় রেলওয়ে রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। যা আর্থিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য।

অনিয়মের কারণঃ

রেলওয়ের সাইডিংয়ে মালামাল লোড/আনলোড করা হলেও ভাড়া যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়নি ।

ফলাফলঃ

রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, সাইডিং চার্জ আদায়ের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত অনাদায়ি টাকার উপর অডিট আপত্তি রয়েছে যা অদ্যাবধি আদায়ের কোন প্রমাণক নথি পত্রে পাওয়া যায়নি। উপরন্তু ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ১,৪৩,০৮,৫১২.২১ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ০৭/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১০/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র এবং ০৮/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধিকল্পে পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সাইডিং চার্জ বাবদ অনাদায়ি ১,৪৩,০৮,৫১২.০০ টাকা আদায় করে অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-১০।

শিরোনামঃ

প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ এর নিকট হতে রেলভূমির লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য কর আদায় না করায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ১,৩২,৫৬,০৮৮.০০ (এক কোটি বত্রিশ লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার আটাশি) টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/বাংলাদেশ রেলওয়ে, পাকশী কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ০১/০৯/২০১৫ হতে ০২/১১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/ পাকশী দপ্তরের নথি নং-ল্যান্ড/পাকশী/সিটিসেল/সাধারণ/০২/০৮ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ এর নিকট হতে রেলভূমির লাইসেন্স ফি ও জরিমানা বাবদ (প্রকৃত লাইসেন্স ফি ৯৪,৬৮,৬৩৪/- ও ২০% জরিমানা ১৮,৯৩,৭২৭/-) = ১,১৩,৬২,৩৬১/- টাকা, ১৫% ভ্যাট বাবদ ১৪,২০,২৯৫/- টাকা এবং ৫% উৎসে কর বাবদ ৪,৭৩,৪৩২/- টাকা অর্থাৎ লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য কর বাবদ মোট (১,১৩,৬২,৩৬১ + ১৪,২০,২৯৫ + ৪,৭৩,৪৩২) = ১,৩২,৫৬,০৮৮/- টাকা আদায় করা হয়নি যা ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত [পরিশিষ্ট- ১০(১)]।

জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর ৫.১.১৭ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রতি বছর ৩০ জুনের মধ্যে পরবর্তী বছরের লাইসেন্স ফি পরিশোধকরতঃ লাইসেন্স চুক্তিপত্র এক বৎসর সময়ের জন্য নবায়ন করতে হবে। ব্যর্থতায় ১০% জরিমানাসহ ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে লাইসেন্স ফি পরিশোধকরতঃ চুক্তি এক বছর (জুলাই-জুন) নবায়ন করা যাবে। ৩১ ডিসেম্বর এর মধ্যে যারা লাইসেন্স নবায়ন করতে ব্যর্থ হবে তাদের লাইসেন্স ২০% জরিমানাসহ প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা এর অনুমোদনক্রমে ৩০ জুনের মধ্যে নবায়ন করা যেতে পারে। এ ছাড়া কোন লাইসেন্সী পর পর ০২ বছর যাবৎ লাইসেন্স ফি পরিশোধে ব্যর্থ হলে তার লাইসেন্স বাতিল বলে গণ্য হবে এবং স্থাপনা রেলওয়ের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা সহ লাইসেন্সধারীদের বিরুদ্ধে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ/পরিপালন করা হয়নি। ফলে বকেয়ার পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে ও জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে।

অনিয়মের কারণঃ

জমি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০০৬ এর অনুচ্ছেদ ৫.১.১৭ এবং সরকারের ভ্যাট ও আইটি সংক্রান্ত বিধিবিধান/ সার্কুলার অনুসরণ না করায় এই অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফলঃ

রেলভূমির লাইসেন্স ফি, সংশ্লিষ্ট ভ্যাট ও উৎসে কর আদায় না হওয়ায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে, ইতোমধ্যে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানকে রেলভূমির লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য বকেয়া পাওনা পরিশোধের নিমিত্তে অব্যাহতভাবে ডিমান্ড নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে উক্ত প্রতিষ্ঠান আংশিক বকেয়া লাইসেন্স ফি আদায় করেছে। অবশিষ্ট লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য অত্র দপ্তর হতে ডিমান্ড নোটিশ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। বকেয়া পাওনা পরিশোধ না করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব স্বীকৃতিমূলক। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ২৫/০১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৬/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র এবং ১২/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয় ০৫/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্রডশীট জবাবে বলা হয়েছে যে, লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য ১৪/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

বকেয়া লাইসেন্স ফি ও অন্যান্য কর আদায় না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক সমুদয় পাওনা আদায়করতঃ প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-১১।

শিরোনামঃ

বেসরকারি ০২টি প্রতিষ্ঠান তমা কনস্ট্রাকশন লিঃ, ঢাকা এবং ম্যাক্স অটোমোবাইল লিঃ এর নিকট হতে ওয়াগন হায়ার চার্জ বাবদ ৫৭,৩৯,৯০০.০০ (সাতান্ন লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শত) টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণঃ

প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম/রাজশাহীর নিয়ন্ত্রণাধীন ডিইএন/লালমনিরহাট কার্যালয়ের ২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের হিসাব ০৫/১১/২০১৫ হতে ১৬/১১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে শাখায় রক্ষিত ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের ওয়াগন হায়ার চার্জ সংক্রান্ত নথি, বিল ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বেসরকারি ০২টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে তমা কনস্ট্রাকশন লিঃ, ঢাকা এবং ম্যাক্স অটোমোবাইল লিঃ এর নিকট ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ওয়াগন হায়ার চার্জ বাবদ ৫৭,৩৯,৯০০/- টাকা অনাদায়ি রয়েছে [পরিশিষ্ট- ১১(১)]।

বেসরকারি ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রেলওয়ের ওয়াগন ব্যবহার করার দীর্ঘদিন পরও উহার ভাড়া (হায়ার চার্জ) পরিশোধ না করা আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি। রেলওয়ের ওয়াগন হায়ার চার্জ পাওনা বাবদ ৫৭,৩৯,৯০০/- টাকা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জরুরী ভিত্তিতে আদায় করা আবশ্যক।

অনিয়মের কারণঃ

বেসরকারি ০২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে রেলওয়ে ওয়াগনসমূহের ভাড়া যথাসময়ে আদায় না করা।

ফলাফলঃ

ওয়াগন হায়ার চার্জের টাকা আদায় না হওয়ায় রেলওয়ের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে,

বিভাগীয় প্রকৌশলী/লালমনিরহাট এর জবাব ঃ বেসরকারি ০২টি প্রতিষ্ঠান যথাক্রমে তমা কনস্ট্রাকশন লিঃ, ঢাকা এবং ম্যাক্স অটোমোবাইল লিঃ কর্তৃক পার্বতীপুর-কাঞ্চন-বিরল বর্ডার এবং কাঞ্চন-পঞ্চগড় সেকশনে মিটারগেজ সেকশনকে ব্রডগেজ এবং ডুয়েলগেজ রেলপথে রূপান্তরকরণ কাজের বিপরীতে যে সমস্ত কাজে ইঞ্জিন, ওয়াগন ব্যবহার করা হয়েছে সে সমস্ত ইঞ্জিন, ওয়াগন হায়ারচার্জ বিলের পাওনাদি ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/ট্র্যাক (পশ্চিম) এর জবাব ঃ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কোন আপত্তি Revenue সংশ্লিষ্ট না হওয়ায় আপত্তিটি প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি। কারণ, রেলওয়ে ইঞ্জিন/ওয়াগনের ভাড়া বাবদ প্রাপ্য অর্থ দীর্ঘ ০১ বৎসর যাবৎ বকেয়া রয়েছে। অথচ এই বিপুল পরিমাণ বকেয়া অর্থ আদায়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ০২টি প্রতিষ্ঠানের সাথে পত্র যোগাযোগের কোন প্রমাণক নথিতে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রধান প্রকৌশলী/পশ্চিম রাজশাহীর জবাবও গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, প্রকল্পের কোন চলমান কাজে রাজস্ব খাতের ব্যবহৃত ইঞ্জিন ওয়াগন প্রকল্প কর্তৃক ব্যবহৃত হলে তাঁর ভাড়া পরিশোধ করতে হবে। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২১/০৮/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র এবং ২৮/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

দ্রুত বকেয়া অর্থ আদায়করতঃ সরকারি খাতে জমা করে জমার প্রমাণকসহ বিবরণ অডিট অধিদপ্তরকে প্রেরণ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুচ্ছেদ-১২।

শিরোনামঃ

ক্যাটারিং সার্ভিস এবং ভেন্ডিং লাইসেন্স ফি'র উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের ৫৬,৪৮,৯৮৯.০০ (ছাপ্পান্ন লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শত উনব্বই) টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

(ক) প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক/পূর্ব, চট্টগ্রাম কার্যালয় ও তাঁর অধীনস্থ অফিসসমূহের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ০১/০৯/২০১৫ হতে ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন স্টেশনের মাসিক ব্যালেন্স শীট যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন স্টেশনে অবস্থিত গোডাউন ও ভেন্ডারদের নিকট হতে লাইসেন্স ফি বাবদ মোট ৩,২৪,৪২,৭৮২/- টাকা আদায় করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত লাইসেন্স ফি'র উপর ১৫% হারে ভ্যাট বাবদ ৪৮,৬৬,৪১৮/- টাকা আদায় করা হয়নি [পরিশিষ্ট- ১২(১-১২)]।

(খ) প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক/পশ্চিম, রাজশাহী কার্যালয় ও তাঁর অধীনস্থ অফিসসমূহের ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের হিসাব ১৪/০২/২০১৬ হতে ০৯/০৬/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র, লাইসেন্স ফি আদায়ের রেজিস্টার ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক/পশ্চিম/বিআর/রাজশাহী কার্যালয়ের সাথে পরিশিষ্টে বর্ণিত ক্যাটারিং সার্ভিস পরিচালনাকারী ০৫টি প্রতিষ্ঠান ১ অক্টোবর/২০১১ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ০৪ বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। কিন্তু ০৪ বছরের আদায়কৃত ৫১,২৫,৫৪০/- টাকা লাইসেন্স ফি'র উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় ৭,৬৮,৮৩১/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে [(পরিশিষ্ট-১২(১৩-১৩.৫)]।

- বিভাগীয় বাণিজ্যিক কর্মকর্তা/বিআর/পাকশী কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্টেশনে অবস্থিত ভেন্ডারদের নিকট হতে আদায়কৃত ৯১,৬০০/- টাকার উপর সরকার নির্ধারিত ১৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় ১৩,৭৪০/-টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট- ১২(১৪-১৪.১)] সংযুক্ত। ফলে, এ ক্ষেত্রে ক্যাটারিং সার্ভিস ও ভেন্ডিং লাইসেন্স ফি'র উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সর্বমোট (৪৮,৬৬,৪১৮ + ৭,৬৮,৮৩১ + ১৩,৭৪০) = ৫৬,৪৮,৯৮৯/- টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অনিয়মের কারণ ঃ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকার সাধারণ আদেশ নং-০৯/মূসক/২০১১; তারিখঃ ১২/১০/২০১১ খ্রিঃ এর ০৩(গ) মোতাবেক এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা/৯১ এর বিধি ১৮(ঙ) অনুসারে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন কালে উক্তরূপ সুবিধা গ্রহণকারী ব্যক্তির নিকট হতে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের উপর উৎসে ১৫% হারে ভ্যাট আদায় না করায় উক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

ফলাফলঃ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবে বলা হয়েছে যে,

(ক) লাইসেন্স ফি'র উপর মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) আদায় করার জন্য রেলওয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কোন প্রকার নির্দেশ প্রদান করেন নি। ভ্যাট আদায়ের বিষয়ে ভবিষ্যতে নির্দেশ প্রদান করা হলে তা যথাযথ পালন করা হবে।

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়েতে ট্রেনযোগে ভ্রমণকারী দূরপাল্লার যাত্রীদের সুবিধার্থে রেল কর্তৃপক্ষ ক্যাটারার নিয়োজিত করে থাকে। রেলওয়ে ক্যাটারিং সার্ভিস যাত্রী সেবার একটি অংশ। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। প্রতি ০৪(চার) বছর পর এই চুক্তিপত্র নবায়ন/নতুন ভাবে করা হয়। ইতিপূর্বে ভ্যাট আরোপ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চুক্তিপত্রের শর্ত নং-১৮ ও ১৬ মোতাবেক ভ্যাট আদায়ের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ভ্যাট আদায় করা হয়নি এবং লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উল্লিখিত আদেশ পরিপালন না করে ভেন্ডিং লাইসেন্স প্রদান করা সঠিক হয়নি। এই অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি যথাক্রমে ২৩/০৬/২০১৬, ১০/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারি করা হয়। পরবর্তীতে ৩১/০৭/২০১৬, ২০/১১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদপত্র এবং ২৩/০৮/২০১৬, ২৭/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

আপত্তিকৃত ভ্যাটের টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে সংশ্লিষ্ট সরকারি খাতে জমাপূর্বক প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরকে অবহিত করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

স্বাক্ষরিত

(ফাহমিদা ইসলাম)
মহাপরিচালক
রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ-০৭-০২-১৪২৬ বঙ্গাব্দ।
২১-০৫-২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস—কম্পিউটার শাখা-বি—৯৪২/২০১৮-২০১৯/রেলপথ—০৫-০৩-২০১৯—৭০০ বই।